ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৪৭২৯(আগরতলা ৩০।০১)
আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪

কিশোরী শক্তি উৎকর্ষ মঞ্চ বিষয়ক আলোচনাচক্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র

নারীরা রাজনীতি, খেলাধুলা, লেখাপড়া ও সংস্কৃতি চর্চায় আজ অনেক এগিয়ে গেছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও নারীদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার আজ মহারাণী তুলসীবতী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে দু'দিনব্যাপী 'কিশোরী শক্তি উৎকর্ষ মঞ্চ' বিষয়ক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে একথা বলেন। উল্লেখ্য, 'কিশোরী শক্তি উৎকর্ষ মঞ্চ' সমগ্র শিক্ষা অভিযানের একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পে কিশোরীরা খেলাধুলা, লেখাপড়া, সংস্কৃতি, আর্ট প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের বিকশিত করে এবং সমাজ জীবনে স্ব-স্ব উৎকর্ষতা তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, কিশোরী শক্তি উৎকর্ষ মঞ্চে কিশোরীরা তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ পায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা কিশোরীদের উন্নয়নে আন্তরিক রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার কন্যা সন্তানদের লেখাপড়া এবং আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা প্রভৃতি প্রকল্প চালু করেছে। তাই আজকের কিশোরীদের তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর শ্রম, ত্যাগ ও অধ্যবসায়ে ব্রত হতে হবে। প্রধান অতিথির ভাষণে ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায় বলেন, পুরুষ ও মহিলার সমন্বয় ছাড়া সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। তিনি বলেন, আজকের প্রজন্মের কিশোরীদের কাছে অলিম্পিয়ান ড. দীপা কর্মকার, মহাকাশচারী কল্পনা চাওলা, ভারোত্তোলক মেরি কম প্রমুখ দৃষ্টান্ত। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা শুভাশিষ বন্দোপাধ্যায়, অলিম্পিয়ান ড. দীপা কর্মকার প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা জেলা প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর রূপন রায়। উপস্থিত ছিলেন মহারাণী তুলসীবতী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল নন্দন সরকার সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ। অনুষ্ঠানে ড. দীপা কর্মকার, মিস চারু, ইন্দ্রানী দে, ড. চন্দ্রানী বিশ্বাস, শর্মিলা চৌধুরী, ডা. গোপা চ্যাটার্জি, সুমনা দেববর্মা, পুষ্পিতা চক্রবর্তী এবং নিবেদিতা রায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত নির্বাচিত ৫০ জন ছাত্রীর মধ্যে কয়েকজনকে প্রতিকী হিসেবে তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের নিরিখে পুরস্কৃত করা হয়। অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সমগ্র শিক্ষা ও পশ্চিম জেলা প্রশাসন যৌথভাবে এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন বিজয় কুমার দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অনামিকা দেববর্মা।

****